দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা : রবিবার ৮ আষাঢ় ১৪১৫
SUNDAY 22 JUNE 2008

প্রশিক্ষণ

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণ

ড. এম. আজিজুর রহমান

ব্যানবেইজের সূত্র মতে (http://www.banbeis.gov.bd) বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা (আলিম ও ফাজিল) ও ক্যাডেট কলেজসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৩,৯৭,৬৩৫। তাদের মধ্যে ১,২২,০৪৩ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ২,৭৫,৫৯২ জন প্রশিক্ষণবিহীন আছেন। প্রশিক্ষণবিহীন এ বিপুলসংখ্যক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরি। শুধুমাত্র সরকারি কলেজে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হলে ১৪ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া সরকারি কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে শিক্ষকদের পূর্ণকালীন ছুটি নিতে হয়। একটি স্কুল বছরে একজন শিক্ষককে ছুটি দিতে পারে। কিন্তু ঐ স্কুলে প্রশিক্ষণবিহীন আরও শিক্ষক থাকতে পারেন। এসব শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও জ্যেষ্ঠতার জন্য তাদেরকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এর ফলে দুটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত প্রশিক্ষণ বিহীন শিক্ষকের দীর্ঘদিন শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার গুণগতমান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষণ না থাকায় ঐসব শিক্ষকের এম.পি.ও বিলম্বিত বা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকে। এর ফলে স্বল্প আয়ের শিক্ষকদের কর্ম সন্তুষ্টি কমে যায়, যা শিক্ষার মানের ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করে। এই অশুভ প্রভাব প্রকারান্তরে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর গিয়ে পড়ে। এটা কোন ভাবেই বিবেকবান জাতির কাম্য হতে পারে না। জনবহুল এই বাংলাদেশের খনিজসম্পদের মত সম্ভাবনাময় মানুষকে মানবসম্পদে রূপান্তরের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে চিন্তা করা আমাদের সবার উচিত।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, এদেশে শতকরা ৯০ ভাগ উচ্চ-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বাকী ১০ ভাগ উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয় হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজ ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সব প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ও পরিবেশের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে এবং ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অর্থাৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান, শিক্ষকের মান, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরিসহ সামগ্রিক ভৌত পরিবেশ কোন অংশেই সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম নয়। একই কথা শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত বেসরকারি ইউনিভার্সিটি ও বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া সরকারি অনুমতি নিয়েই এসব প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং সরকার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদাসমূহ পূরণ করেই এসব প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করেছে। তাই সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ নেই বরং শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উভয় ধারার কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়কে সমানভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। এজন্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধারার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ করা দরকার।

অনতিবিলম্বে যদি তা সম্ভব না হয় তবে বর্তমানে যেসব সরকারি, বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে এগুলো যাতে সমানতালে ভূমিকা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি না হয় সে ব্যাপারে সর্তক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শুধুমাত্র ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা (আলিম ও ফাজিল) ও ক্যাডেট কলেজের প্রায় ৩ লক্ষ প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা খাত সম্প্রসারণের পরিপন্থি হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ১৪টি। অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি। এছাড়া ৩টি কয়েক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুবিধা রয়েছে। এসব বেসরকারি মহাবিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান অবশ্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের চেয়ে ভাল। উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও ইতিবাচক পরিবেশের কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষকগণ তাদের বাড়ির কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। এতে তাদের অর্থ খরচও সাশ্রয় হয়। সরকার অনুমোদিত বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুবিধাদি বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষ নিজের দোরগোড়ায় থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

দেশের ৯৯টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত। এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা ও তাদের মান, লাইব্রেরিসহ অন্য ভৌত সুবিধাদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। এসব প্রতিষ্ঠান একই কারিকুলামের অধীনে একই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করে যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এটা যৌক্তিক যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সনদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং এতদিন তাই হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা (আলিম ও ফাজিল) ও ক্যাডেট কলেজসমূহে প্রায় তিন লক্ষাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন আছেন, যাদের অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা দরকার। তাই সরকারি কলেজের সাথে সমানতালে বেসরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত থাকলে এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সময় সাপেক্ষ হলেও অনেকটা সম্ভব হবে। কাজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্র বাস্তবায়নের আগে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের জন্যে বি.এড প্রশিক্ষণ একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োগধর্মী করা যায়। প্রশিক্ষণের আওতায় এসে শিক্ষকগণ বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতার গুণাবলী পরিস্ফুটিত হয়। তাই সব ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্যে কোন বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নয়, বরং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। কারণ জাতি গঠনের কর্ণধারদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে যাদের ভূমিকা অনন্য অর্থাৎ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে একপেশে সিদ্ধান্ত শিক্ষা ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের পরিপন্থি। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শুধুমাত্র সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা মানবিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার অনুকূল হবে। এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে সমানতালে এগিয়ে যাবে এবং শিক্ষা খাতসহ দেশ ও দশ-এর মাধ্যমে উপকৃত হবে।

[লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]